ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৭০০
কুমারঘাট, ১২ জুলাই, ২০২৫

## ন্যারামেকের ধাঁচে একটি ফল প্রক্রিয়াকরণের কারখানা স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার ঃ কৃষিমন্ত্রী

নালকাটার ন্যারামেক এর ধাঁচে এ অঞ্চলে একটি ফল প্রক্রিয়াকরণের কারখানা স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। এই কারখানা হবে পিপিপি মডেলের। এজন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। কুমারঘাটের গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামে আজ আনারস উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ। ভূমি সংরক্ষণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের উদ্যোগে এবং ইয়ং ডার্লং এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এই উৎসব আয়োজিত হয়। আনারস উৎসবে ঊনকোটি, ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার আনারস চাষের সাথে যুক্ত কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ও আনারসের প্রক্রিয়াজাত পন্য বিক্রয়ের জন্য স্টল খোলা হয়েছে।

আনারস উৎসবের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাষ্ট্রপতির হাত ধরে আনারসকে ত্রিপুরার রাজ্যিক ফল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে মূলত কিউ ও ক্যুইন দুই ভ্যারাইটির আনারস উৎপাদন হয়। যা স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। এই উৎসবের উদ্দেশ্য হল আনারসের প্রসার ও জনপ্রিয় করা। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের অর্গানিক ফসলের উপর গত ৯ জুলাই আগরতলায় একটি ক্রেতা-বিক্রেতা মিট হয়েছে। এই মিটের মাধ্যমে রাজ্য সরকার চাইছে রাজ্যের বাইরের ক্রেতারা যাতে এখানকার কৃষকদের উৎপাদিত ফসল কিনে নিতে পারে। এতে কৃষকদের আয় আরও বাড়বে। কৃষিমন্ত্রী শ্রী নাথ আরও বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ৩ লক্ষ ৬৫ কানিতে ফল চাষ হয়। তার মধ্যে কিউ ভ্যারাইটির আনারস উৎপাদন হয় ৫৩ হাজার ৭০০ কানিতে ও ক্যুইন ভ্যারাইটির আনারস উৎপাদন হয় ২২ হাজার কানিতে। তিনি বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত দুবাই, কাতার ও ওমানে ৭৩.১৫ মেট্রিকটন আনারস রপ্তানি করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, রাজ্যের আনারসের শুধু ত্রিপুরা বা বর্হিরাজ্যে নয় বিদেশেও কদর রয়েছে। কৃষকদের কল্যাণে এগ্রি অ্যালায়েড সেক্টরে উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে সরকার। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে এগ্রি অ্যালায়েড সেক্টর বিশেষ ভূমিকা রাখে। তিনি বলেন, এখানকার আনারস শুধু বিদেশেই যাচ্ছে না গ্রামীণ অর্থনীতিরও বিকাশ ঘটাচ্ছে। আমরা চাই আরও বেশি মাত্রায় আনারস উৎপাদনের পাশাপাশি তার প্রক্রিয়াকরণ করে মুল্যযুক্ত করা যাতে তার সাথে যুক্ত কৃষকদের আয়কে আরও বৃদ্ধি করা যায়। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, ভারত সরকারের ডোনার মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব অংশুমান দে, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভূমি সংরক্ষণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, সহকারি সভাধিপতি সন্তোষ ধর, প্ল্যানিং দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লিং, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, ইয়ং ডার্লং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এইচ ডার্লং প্রমুখ। আনারস উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ইয়ং ডার্লং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এদিন একটি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। শিবিরে মোট ৩১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

******